তারিখ 3 1 JAN 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

দৈনিক খবর

সরকারী দলের না সূচক ধ্বনি ভোট

সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

।।সংসদরিপোর্টার।।

জাতীয় সংসদে গতকাল বৃহস্পতিবার দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবিলম্বে সরকারীকরণের বেসরকারী সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সরকারী দলের না সূচক ধ্বনি ভোটে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তবে সরকার পর্যায়ক্রমে অর্থসংস্থানের ভিত্তিতে এগুলো সরকারী করবেন বলে জানানো হয়েছে। একই বৈঠকে আরো দু'টি বেসরকারী সিদ্ধান্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়।

আওয়ামী লীগের ডাঃ মোজাম্মেল হোসেন গতকাল সংসদের বেসরকারী দিবসে সরকারীভাবে তালিকাভুক্ত দেশের

২ এর পাতায় দেখুন

সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবিলম্বে সরকারীকরণের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব গ্রহণের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করেন। তিনি সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের স্বার্থে তাঁর এই প্রস্তাব বিবেচনার আহবান জানান। প্রস্তাবটিকে অধিকতর নির্দিষ্ট করতে ১০টি সংশোধনীসহ ১৪ জন সংসদ সদস্য বক্তৃতা করেন। বিরোধী দলীয় সদস্যদের মধ্যে সালাউদ্দিন ইউসুফ, তোফায়েল আহমেদ, ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, শেখ আনসার আলী, শাজাহান চৌধুরী, আবদুল আওয়াল মিয়া, শামছুল হক, রহমত আলী, মোশাররফ হোসেন, এবাদুর রহমান চৌধুরী, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, তবিবর রহমান সরদার ও কাজী আবদুর রশীদ বক্তৃতা করেন।

পরে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ ইউনুস খান বলেন, দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় কর্মসূচী নিচ্ছেন। তবে তা চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়। চলতি বছরের বাজেটে এ উদ্দেশ্যে কোন বাজেট বরাদ্দ নেই। বর্তমানে ৬ হাজার ৭শ' ৪৬টি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারীভাবে এবং ৯ হাজার ৪শ' ৮৮টি বেসরকারীভাবে তালিকাভুক্ত আকারে চলছে। সরকার সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ নিয়েছেন। বর্তমানে বেসরকারী প্রতিটি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৪ জন শিক্ষককে ৫শ' টাকা করে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। এ সবগুলো বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী করলে মাত্র ৬শ' ৪০টি বিদ্যালয় চালানো সম্ভব হবে। এতে দেশের বহু সংখ্যক ছাত্র প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। তবে তিনি জানান, সরকার পর্যায়ক্রমে এগুলো অর্থসংস্থানের ভিত্তিতে সরকারীকরবেন।

প্রস্তাবটি এ পর্যায়ে ভোট গ্রহণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়।

এছাড়াও আওয়ামী লীগের তবিবর রহমান সরদার যশোর সদরে সরকারীভাবে একটি রাবার চাষ প্রকল্প চালু করা ও জামায়াতের লতিফুর রহমান রাজশাহী বিভাগীয় শহরে একটি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড স্থাপনের পৃথক পৃথক দু'টি প্রস্তাব গ্রহণের আহবান জানান। উভয় প্রস্তাবের পক্ষে বিরোধী দলীয় বেশ কয়েকজন সদস্যের আলোচনার পর বন ও পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রী আবদুল্লা-আল-নোমান এবং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ ইউনুস খান সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সরকারের সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করেন। সিদ্ধান্ত প্রস্তাব দু'টি পৃথক পৃথকভাবে কন্ঠভোটে প্রত্যাখ্যাতহয়।

সংসদের বৈঠক আগামী সোমবার দুপুর ৩টা পর্যন্ত মুলতবি করা হয়েছে।